OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 244 - 252
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 244 - 252
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনে ‘উদ্‌বাস্তু সমস্যা’ ও ‘পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন’-এর অভিঘাত : প্রসঙ্গ জগদীশ আসোয়ারের উপন্যাস

সাগর সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sagarsarkarbhu@gmail.com
0009-0003-3269-7228

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
North Bengal, Rajbanshi, Partition of India, Land Reforms, Land Redistribution, Bargadar Movement, Refugee Problem, Composite Culture.

Abstract
After India’s independence, poverty and the refugee crisis became major issues, particularly in North Bengal, where the situation took on a severe form. The primary objective of the framers of the Constitution was to abolish pre-independence feudalism and establish a democratic socialist system. In accordance with constitutional directives, the passing of land reform acts in each state was a significant step. To fulfill this aim, the Zamindari Abolition Act was passed across India in 1953, and the Land Reform Act was enacted in West Bengal in 1955. According to this law, landowners with holdings exceeding 75 bighas would have their surplus land acquired by the state government, which would then redistribute it among poor, landless peasants. Through this legislation, land rights were granted to the landless population of the state. In the process of implementing and enforcing these laws, North Bengal experienced various upheavals, which brought about changes in its socio-economic, political, and cultural spheres. These changes deeply influenced the lives of the Rajbanshi community and other groups in the region. The novels Mor Nam Mujnai and Hatti Bandha Bari by the writer Jagadish Asoar clearly depict these upheavals. In these works, the long transition from the feudal social system of pre-partition North Bengal to the classless democratic social order of the post-partition and land reform era is vividly presented. The instability and social disruptions of this period are portrayed through the lives of various characters. The present essay analyzes the plots and characters of Jagadish Asoar’s novels to highlight the realities of North Bengal’s social life during that time.

Discussion

উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের একটি ভৌগোলিক অঞ্চল। ভৌগোলিক ভাবে এই অঞ্চলটি উত্তরে দার্জিলিং, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের মধ্যবর্তী তিস্তা-তোর্ষা-মহানন্দা অববাহিকায় অবস্থিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে উত্তরবঙ্গ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 244 - 252
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় পশ্চাৎপদ। তবে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যে এই অঞ্চলে পর্যটন শিল্প খুবই উন্নত। শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের প্রধান শহর; এই শহর একাধারে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মহানগর এবং সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। উত্তরবঙ্গের সমাজ গঠনচিত্র পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশ থেকে অল্প আলাদা। উত্তরবঙ্গে দেশীয় বা স্থানীয় মানুষের মধ্যে মঙ্গোলিয়ান প্রভাব বেশি মাত্রায় লক্ষ করা যায়। এখনো পর্যন্ত এখানকার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইন্দো-মঙ্গোলিয়ান সংস্কৃতির প্রচুর প্রভাব রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি সংখ্যায় বসবাস করে। এছাড়া টোটো, রাভা, লেপচা, মেচ, শেরপা, ডুকপা প্রভৃতি জনজাতির লোকেরাও উত্তরবঙ্গে বসবাস করে। রাজবংশী জনজাতির মানুষের সংখ্যা উত্তরবঙ্গে বেশি। এঁরা উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র হিসেবে পরিচিত। প্রকৃতির কোলে লালিত শান্ত ও সরলমনের অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গের এই স্থির সমাজজীবন দেশভাগের পরবর্তী সময় থেকেই অস্থির হয়ে উঠে। দেশভাগ পরবর্তী উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনে অস্থিরতা বিভিন্ন কারণে হয়েছিল। তাদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল - উদ্‌বাস্তু সমস্যা ও ভূমিসংস্কার। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর প্রচুর মানুষ উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতিতে চাপের সৃষ্টি হয়। দেশভাগের আগেও অসংখ্য মানুষ উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশের স্বাধীনতা এবং দেশভাগের ফলে হাজার হাজার মানুষ দেশান্তরী হয়েছিল। বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচার জন্য শরণার্থীরা প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরবঙ্গেও লক্ষ লক্ষ সর্বহারা উদ্‌বাস্তু রা আসতে থাকে। উত্তরবঙ্গের গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গাতেই পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। উত্তরবঙ্গে এসে তারা বিভিন্ন নদীর পাড়ে ও জঙ্গলে বসতি স্থাপন করতে থাকে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ দেখানো হল-[১]

সাল	**জনসংখ্যা**	
১৮৭২ -	২০১৬৫৯	
১৯৫১ -	৯১৪৫৩৮	জনসংখ্যা পরিবর্তন (১৮৭২-১৯৫১)- ৭১২৮৭৯
১৯৬১ -	১৩৫৯২৯২	জনসংখ্যা পরিবর্তন (১৯৫১ -১৯৬১)- ৪৪৪৭৫৪
১৯৭১ -	১৭৫০১৫৯	জনসংখ্যা পরিবর্তন (১৯৬১-১৯৭১)- ৩৯০৭৬৭
১৯৮১ -	২২১৪৮৭১	জনসংখ্যা পরিবর্তন (১৯৭১ -১৯৮১)- ৪৬৪৭১২

১৯৫১ সালে কোচবিহার জেলার জনসংখ্যা ছিল ৬৬৮৯৪৯ জন। এর মধ্যে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত মানুষের সংখ্যা ছিল ২৩০০০ জন এবং পাকিস্তান থেকে আগত মানুষের সংখ্যা ছিল ১২২০০০ জন। ১৯৬১ সালে কোচবিহারে লোকসংখ্যা বের হয়ে যায় ১০১৯৮০৬ জন। যার মধ্যে ২৫২০০০ জন এসেছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে। এবার ১৯৫১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখানো হল-[২]

বছর	**বৃদ্ধির হার**
১৯৫১-৬১	৫২.৪৫%
১৯৬১-৭১	৩৮.৪৭%
১৯৭১-৮১	২৫.২৮%
১৯৮১-৯১	২১.৮২%
১৯৯১-২০০১	১৪.১৫%

স্বাভাবিকভাবেই অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি উত্তরবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে এই অঞ্চলের কৃষি জমির উপর ভীষণ চাপ পড়ে। কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল কৃষিজীবি। তারা এই দেশে আসার পর জোতদারের কাছ থেকে স্বল্পদামে জমি সংগ্রহ করে বসতি গড়ে তোলে। আবার ১৯৪৭ সালের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 244 - 252
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৫৩ সালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন ও ১৯৫৫ সাল থেকে ভূমিসংস্কার আইন পাস করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে জমিদারি বা জোতদারী ব্যবস্থা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারি-জোতদারী বা অন্যান্য মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দখলে যে সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি ছিল তা উদ্ধার করে ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে বন্টন করা। প্রথমে এই জমির উর্ধ্বসীমা রাখা হয় ২৫ একর বা ৭৫ বিঘা জমি। পরে তা করা হয় সাত স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর জমি। ভূমিসংস্কারের কাজ শুরু হলে বহু সিলিং বহির্ভূত জমি জোতদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। সেই জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে বন্টন করা হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার আগে ভূমিসংস্কারের কাজ সেভাবে শুরু হয়নি। এরপর ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভূমিসংস্কারের কাজ এক নতুন মাত্রা পায়। জমি অধিগ্রহণ ও কৃষকদের মধ্যে বন্টনের পাশাপাশি চলে আধিয়ার বা বর্গাদারদের নথিভুক্তকরণের কাজ। এতকাল যে বর্গাদারদের জমিতে কোনো অধিকার ছিল না, তারা তাদের জমিতে অধিকার ফিরে পায়। তারপর সেই উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এই ভূমিবণ্টন যেমন গরীব রাজবংশী মানুষদের মধ্যে হয়েছিল, তেমনি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ভূমিহীন মানুষদের মধ্যেও হয়েছিল। এর ফলে বহু ভূমিহীন মানুষ তাদের মাথা গোঁজার মতো একটু আশ্রয় পেয়েছিল। বহু বর্গাদার বা আধিয়ার এইভাবে তাদের জমিতে স্বত্ত্ব বা অধিকার ফিরে পেয়েছিল। তবে উত্তরবঙ্গে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে যারা জমি পেয়ে লাভবান হয়েছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্‌বাস্তু ভূমিহীন কৃষক। যাদেরকে স্থানীয় দেশীয় ভাষায় 'ভাটিয়া' বলা হয়। প্রাক্তন IAS অফিসার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রাক্তন জেলাশাসক সুখবিলাস বর্মা লিখেছেন, -

> "With the partition of Bengal, there was influx of huge number of refugees from East Bengal to the border districts of North Bengal. These people coming from East Bengal i.e. the Bhatias put tremendous pressure on the land-based rural economy. while major portion of landed property owned by the rajbanshi jotdars got vestedland the vested land went to the hands of landless people belonging to both Rajbanshis and non-Rajbanshis; the Bhatias, by dint of their hard labour, purchased the lands from the Rajbanshi jotdars, some of whom gradually got impoverished because of their habits."[৩]

ভূমিসংস্কারের ফলে বহু রাজবংশী ও উদ্‌বাস্তু ভূমিহীন মানুষ মাথা গোজার মতো একটু জমি পেয়েছিলেন। আধিয়ার বা বর্গাদার যারা জমি চাষ করতেন শুধু ফসলের অর্ধেক ভাগের বিনিময়ে, যাদের জমিতে কোন অধিকার ছিল না, এই আইনের ফলে জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনগুলি কার্যকর করা ও ফলপ্রসু করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের বুকে নানা অভিঘাত লক্ষ করা যায়। যার ফলে উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও সমাজজীবনে এক গভীর প্রভাব পড়েছে। এক সময়ের হাজার হাজার বিঘা জমির জোতদাররা আজ নিঃস্ব। এইসব জোতদারের উত্তরাধিকারীরা আজ কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন। এদের অনেকেই আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজের সঙ্গে যুক্ত। যারা পড়াশোনা শিখতে পেরেছে তারা কেউ চাকরি-বাকরির সঙ্গে যুক্ত আছে। কিন্তু বেশিরভাগই অসহায়। সুতরাং একদিকে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর প্রচুর মানুষের উত্তরবঙ্গে প্রবেশ ও অন্যদিকে ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কারের পর সমগ্র উত্তরবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতিতে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের মানুষদের মধ্যে এক ব্যাপক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। লেখক জগদীশ আসোয়ার তাঁর উপন্যাসে সেই অভিঘাতের রূপরেখাটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য দীর্ঘদিন যে বিভিন্ন শিল্পীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে তাদের মধ্যে জগদীশ আসোয়ার উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক হলেন জগদীশ আসোয়ার। সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার উপর তিনি বহু কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প লিখেছেন। পেয়েছেন উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তোর্ষা সম্মাননা ২০২১, বিদ্যাসাগর জাতীয় শিক্ষক সম্মাননা এছাড়া বহু সম্মাননা। তাঁর প্রকাশিত চারটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল, 'ছিন্ন তবে ভিন্ন নয়', 'মেঘ ও নুষ', 'বিন্দু থেকে সিন্ধু' এবং রাজবংশী ভাষায় লেখা প্রথম 'রাজবংশী সনেট'। তাঁর সাহিত্যে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, লোকসংস্কৃতির চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখা দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'মোর নাম মুজনাই' ও 'হাত্তি বান্ধা বাড়ি'। উপন্যাস দুটি রাজবংশী ভাষায় লিখিত। উপন্যাস দুটির প্রেক্ষাপট হল দেশভাগ পূর্ববর্তী উত্তরবঙ্গের সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে দেশভাগ, ভূমিসংস্কার পরবর্তী শ্রেণিহীন গণতান্ত্রিক সমাজ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 244 - 252
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্যবস্থার দীর্ঘ সময়কাল। যেখানে জমিদাররা ছিল সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতার মূল উৎস। তার ফলে উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন পাশের পূর্বে উত্তরবঙ্গের সামন্তবাদী জোতদার ও তাদের অত্যাচারের খন্ড খন্ড চিত্রেরও উল্লেখ পাই। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় গরীব প্রজা ও নারীদের উপর অকারণ অত্যাচার ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। উত্তরবঙ্গের সামন্তবাদী ব্যবস্থাতেও গরীব প্রজা ও নারীরা অত্যাচারিত হত। লেখক তাঁর 'মোর নাম মুজনাই' ও 'হাত্তি বান্ধা বাড়ি' উপন্যাস দুটিতে তৎকালীন সময়ে জোতদার পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি অনীহা, বিবাহে উঁচু-নীচু জাতপাতের দ্বন্দ্ব, গরীর প্রজার জমি জোর করে দখল করা, প্রজার মেয়ে-বৌয়ের সঙ্গে শারীরিক নিগ্রহ, ধর্ষন ও অত্যাচারের কাহিনি তুলে ধরেছেন। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জমিদার পরিবারের ছেলেদের শিক্ষার প্রতি অসচেতনতা ও কম গুরুত্বদান উপন্যাস দুটিতে লক্ষ করা যায়। লেখক বর্ণনা করেছেন, -

> "অপডান্টা বেটালাক কিছু কবারও কেনে যেন্ সাহস হয় না উপিনবাবুর। এত সুযোগ সুবিধা থাকিলেও একটা বেটাও পড়াশোনাত্ আগের না পাইল। এইটা ভাবিলে কষ্ট নাগে উপিন বাবুর। মেট্রিক পাশ করিয়া মুখ রাখিলেক বেটিকোনায়। উয়ার আরো পড়ির ইচ্ছা আছিল। সোগায় কবার ধইল্লেক - বেটি ছাওয়ার উচ্চশিক্ষা বলে ভালো না হয়। এই কারণে দমি গেইল উপিনবাবু। এলা চিন্তা মোর মেট্রিক পাশ করা বেটির উপযুক্ত পাত্র কটে পাঙ? জোতদারের বেটাগিলা প্রায় তামাল্লায় মোরে-এ বেটার নাকান। উমার ভাবখান হইল এই নাকান- এতোবড় জোদ্দারি থাকিতে নাই ফাকোতে কেনে হামরা কষ্ট করি নেখাপড়া করি। তার উপুরা আছে বদ নিশা। কাহো কিছু কবার পায় না বুলিয়া যা খুশি তাই করি বেড়ায়।"[৪]

শুধু তাই নয় জোতদার উপেন ও তাঁর দুইছেলে বিশ্বনাথ ও শিবশঙ্করের অত্যাচারে গরীব প্রজাদের জীবন দূর্বিষহ হয়ে পড়েছে। গ্রামের এক প্রজার বউকে মুজনাই নদীর পাড়ে একা পেয়ে শিবশঙ্কর ধর্ষণ করে নদীর চরের বালিতে পুতে রাখে। জোতদার উপিন গরীব প্রজাদের জমি নানা কায়দা কৌশলে দখল করে নিজের বাথানের মৈষাল বানিয়ে রাখে। জোতদার উপিন বাঘা মৈষাল সম্পর্কে পূর্বস্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে জানায়, -

> "থাকিতে থাকিতে মনোত পড়ে বাঘার কথা। চেঙরাকোনা লেখাপড়াত খিপ ভালো আছিল। উমার জমিলা যদি মুই আত্মসাৎ না কল্লুঙ হয়, তা হইলে বাপোইকোনা হয়তো অনেক দূর আগের পাইল হয়। উয়ায় তো ছোটলোকের ছাওয়া না হয়। উয়ার মাও মইল্লে উয়াক বানালুঙ মৈষাল। উয়ার আসল নাম আছিল নরেন। তারপর বাঘ মারি হইল বাঘা।"[৫]

এছাড়া বাঘা মৈষালের সঙ্গে উপিন জোতদারের মেয়ে দুর্গার ঘনিষ্ঠতা ও প্রেমের সম্পর্কও জাতির উঁচুনীচু ভেদের কারণে বিয়েতে পূর্ণতা পায় না। তাছাড়া পুলিশ প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে লেখক তৎকালীন উত্তরবঙ্গের সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার অত্যাচারের দিকটি তুলে ধরেছেন। 'হাত্তি বান্ধা বাড়ি' উপন্যাসেও এই অত্যাচারের চিত্রটি দেখতে পাই। গ্রামে একটা অজানা জ্বর উপস্থিত হলে নীলকান্ত নামে একটি ছেলেকে সাথে করে মুড়ি-মোলা বিক্রি করে বেঁচে থাকা বিধবা ফুলমতিকে ডাইনি সন্দেহে গ্রামের লোকেরা পিটিয়ে হত্যা করে। জমিদার কালিকান্তবাবুও লাঠিয়াল দিয়ে সেই গ্রামের লোকেদের গুমঘরে হত্যা করে মেরে দেয়। এছাড়া মেয়েছেলের প্রতি অত্যধিক বদনেশা জোতদারের ছেলে শুকুরচন বাবু আছে। গ্রামের স্কুল শিক্ষক দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর একমাত্র মেয়ে নিরুপমাকে শুকুরচন বাবু তার বাগানবাড়িতে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে। এভাবে লেখক তাঁর উপন্যাস দুটির মাধ্যমে তৎকালীন উত্তরবঙ্গের সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় জমিদারের নানা অত্যাচারের চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

কালের চক্র ঘুরে পাল্টে যায় সময়, পাল্টে যায় সমাজ, দেশ। ১৯৪৭ সালে ভারত পরাধীনতার হীনতা থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দ দেশভাগের রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ফিকে হয়ে যায়। সচেতন লেখক তাঁর উপন্যাস দুটিতে দেখিয়েছেন দেশভাগের পর জ্বলন্ত উদ্‌বাস্তু সমস্যা। সহায়সম্বলহীন লক্ষ লক্ষ পূর্ববঙ্গীয় মানুষরা ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীর তীর ও জঙ্গলে বসতি স্থাপন করেছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের জোতদাররা তখন মানবিকতা ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 244 - 252
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উদারতার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। পূর্ববঙ্গের লোকেদেরকে তারা নিজেদের জমিতে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করার অনুমতি দেন। 'মোর নাম মুজনাই' উপন্যাসে লেখকের বর্ণনায় পাই, -

> "জোদ্দারেরঘর বাঘগিলাক মারি ধুয়া কইল্লেক। তাছাড়া, কমি গেইচে জঙ্গলের গছপালাও। পূর্ববঙ্গ থাকি মেলা ভাটিয়া আইচ্চে। শরণাপন্ন হইচে জোদ্দারগিলার। জোদ্দারেরঘর উমাক দ্যাখে দিচে জঙ্গলবাড়ি। জঙলোতে-এ উমরা বসতি বানাইচে। বাইর করি ফেলাইচে কোনেক আদেক আবাদের জমিও। উমরাও ভূমিহীন। সেই বাদে উমরাও যোগ দিচে বাম আন্দোলনত। ...আগোত এইল্লা জাগত্ আছিল খালি দেশী মানষি- কাহো হেন্দু, কাহো মুসলমান। ইয়ার সঙ্গে আছিল কিছু আদিবাসী। ভাটিয়ারঘর আইসাতে জনসইংখ্যা দিনে দিনে বাড়ি যাবার ধইচ্চে।"[৬]

উপন্যাসে দেখতে পাই দেশভাগ পরবর্তী মুজনাই নদীর তীরবর্তী ফালাকাটা অঞ্চলের জোতদাররা জঙ্গলের বাঘগুলোকে মেরে ফেলছে, কমে আসছে জঙ্গলের গাছপালাও। এদিকে দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক ভাটিয়া লোকেরা আসছে। তারা শরণাপন্ন হয়েছে জোতদারের কাছে। জোতদাররা তাদের দেখিয়ে দিয়েছে নদীর তীরবর্তী জঙ্গলগুলোকে। জঙ্গলের পাশে তারা মাথা গোঁজার জন্য বসতি স্থাপন করে। সেখানেই তারা বের করে নিয়েছে আবাদের জমি।

লেখকের অপর উপন্যাস 'হাত্তি বান্ধা বাড়ি'-তেও দেখি, দেশভাগ হওয়ার পর রিফিউজিরা উত্তরবঙ্গে দলে দলে আসার চিত্র। উপন্যাসে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ভাটিয়ারা জোতদারের ছেলে শুকুরচন বাবুর হাত পা ধরে থাকার জায়গা চাইলে, শুকুরচন বাবু তাদের কলোনি করে থাকতে দিল নদীর তীড়ে এবং জঙ্গলে। নদীর তীরে গোটা এলাকাটা হয়ে গেল রিফিউজি কলোনি, জঙ্গল কেটে বসতি গড়ল রিফিউজিরা। যেই জায়গাগুলোতে কোনোদিন চাষবাস হতে পারবে যেটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। রিফিউজিরা শারীরিক পরিশ্রমে সেই অনাবাদি জমিগুলোকে আবাদি করে তোলে। লেখকের বর্ণনা অনুসারে পাই, -

> "মরা বামনির বালাতে রিফিউজিরঘর পথমে করিল খরমুঞ্জার আবাদ। বালাবাড়িত যে কিছু আবাদ হবার পারে সেটা হামার দেশি মানুষিগিলা ভাবিবারে পারে নাই। এমন করি আবাদ কইত্তে কইত্তে গোটায় বামনিটা হয়া গেইল আবাদি জমি।"[৭]

সুতরাং আমরা দেখতে পারি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্‌বাস্তু মানুষরা ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এবং উত্তরবঙ্গের জোতদারদের সহযোগিতায় নদীর চড়ে, জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে। কৃষিকাজের পূর্ব অভিজ্ঞতায় তারা অনাবাদী জমিগুলি চাষযোগ্য করে ফেলে।

১৯৫৫ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন' প্রণয়ন দেশের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ ভারতবর্ষে ভূমিসংস্কারের মতো ব্যাপক কর্মকান্ডটি পশ্চিমবঙ্গেই সবথেকে বেশি ফলপ্রসু হয়েছিল। যাইহোক লেখক জগদীশ আসোয়ার দেখিয়েছেন, ১৯৫৩ সালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন ও ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জোতদার ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ঘটে বিভিন্ন অভিঘাত। তবে ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা আসার আগে ভূমিসংস্কারের কাজ তখনও সেভাবে শুরু হয়নি। ভূমিসংস্কার আইন পরবর্তী জমিদার ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে এই রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার লেখক জগদীশ আসোয়ার সুস্পষ্টভাবে তাঁর উপন্যাস দুটিতে ফুটে উঠেছে।

'মোর নাম মুজনাই' উপন্যাসে দেখি, ভূমিহীন রাজবংশী সমাজের মৈষালরা স্থানীয় মদেশিয়া ও পূর্ববঙ্গের ভাটিয়া মানুষদেরকে সঙ্গে করে জোতদারের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সেই প্রতিরোধের ফলস্বরূপ সম্মুখ সমরে জোতদার উপিনের ছোটছেলে শিবশঙ্করের হাতে রুষ্ট ভূমিহীন কৃষকরা তীড় দিয়ে আক্রমণ করে। অন্যদিকে ফুলবাড়ীর জোতদার খগেন বাবুর সঙ্গেও চলে তাদের প্রতিরোধ। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার যতদিন ক্ষমতায় ছিল বেশীরভাগ উত্তরবঙ্গের জমিদাররা কংগ্রেস দলের সমর্থক ছিল। উপন্যাসেও দেখি জোতদার উপিন ও তাঁর ছেলেরা কংগ্রেস পার্টি সমর্থক হয়ে আইন-আদালত, পুলিশ-প্রসাশনের ক্ষমতাকে তারা অপব্যবহার করে। অপরদিকে ভূমিহীন মানুষরা ভূমিসংস্কারের সপক্ষে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 244 - 252
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বামদলগুলোকে সমর্থন করে। গ্রাম গঞ্জের ভূমিহীন মানুষরা মাথা তোলার সাহস পায়। ওদের লক্ষ হয়ে ওঠে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ কৃষকদের জমির অধিকার দেওয়া। লেখক এর বর্ণনা অনুসারে, -

> "যদ্দিন কংগ্রেস সরকারটা ক্ষমতাত আছিল, তদ্দিন তো দারোগা-পুলিশ উমারে কথাত উঠিচে আর বসিচে। সরকারটা বদলি যায়া হইল যুক্তফ্রন্ট সরকার। নয়া সরকারের মতিগতি ঠিক বুঝা যায়ছে না। বেইমানি কইচ্চে ছোটলোকগিলায়। তা না হইলে কংগ্রেস থাকি গেইল হয়। নাল পার্টির ঘর যেটেসেটে উৎপাত শুরু কইচ্চে। অবশ্য উপিনবাবুর জোদ্দারি এলাও ঠিকে আছে। উপিনবাবুক এলাও সগায় হাতাশ খায়, মানে। পজ্জারঘর এলাও ঠিক মতো ভাগ দেয়।"[৮]

উপন্যাসে দেখি, জনশূন্য জায়গায় গোপনে সোমারু ঘাটিয়ারের বাড়িতে হতে থাকে লাল পার্টির মিটিং। আর বাঘা মইষাল অর্থাৎ নরেন বর্মন হয় তাদের কৃষক সভার নেতা। যার নেতৃত্বে পরবর্তীকালে বর্গা আন্দোলন তথা ভূমিহস্তান্তরের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

'হাত্তি বান্ধা বাড়ি' উপন্যাসেও ভূমিসংস্কার আইনের ফাঁকফোকরের মাধ্যমে জোতদার পরিবারের জমি রক্ষার চেষ্টা দেখা যায়। লেখক দেখিয়েছেন, নীলকান্ত কংগ্রেস পার্টির ডানহাত এবং জোতদারের ছেলে শুকুরচনও কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে ভূমিসংস্কারের আইনের ফাঁকফোকরের মাধ্যমে জোতদারির জমি রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করছে। কিন্তু ভূমিসংস্কার আইনের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে শুকুরচন বাবুর খাজনা তোলার ক্ষমতা চলে যায়। একই সঙ্গে জমিদারীর অনেক জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। শুকুরচন দেউনিয়ার সব সম্পত্তি দখল করে নীলকান্ত। সে হয়ে উঠে নতুন জোতদার। এরই ভিতরে গোপনে তৈরি হয়ে গেল লাল পার্টির ভীত। ভিতরে ভিতরে অনেক ভূমিহীন মানুষ যোগ দিল লাল পার্টিতে। আর সেই লাল পার্টির নেতা হয়, অপূত্রক নীলকান্তের ধর্মছেলে অনন্ত ও অনন্তের স্ত্রী শেফালী।

ঘটনাপরম্পরায় লেখক দেখিয়েছেন, কংগ্রেস সরকার যতদিন ক্ষমতায় ছিল ভূমিসংস্কারের কাজ সেভাবে হয়নি। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী হন বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জি আর ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী হন সিপিএমের জ্যোতি বসু। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জিকে সামনে রেখে বামদলগুলো নিজেদের কর্মসূচিকে লক্ষ করে জোতদার ও জমিদারের উপর আক্রমণ ও জমি দখল করা শুরু করে। শুরু হয় সিপিএমের কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে বর্গা আন্দোলন। ক্ষমতা ও জমি হারিয়ে জোতদারেরা শেষে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমতা প্রাপ্ত হয়। উত্তরবঙ্গের সমাজ পরিবর্তনের এই ইতিহাসটি লেখকের উপন্যাস দুটিতে স্পষ্টভাবে খুঁজে পাই।

'মোর নাম মুজনাই' উপন্যাসে দেখি, সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে বঞ্চিত নরেন বর্মন 'বাঘা মৈষাল' থেকে হয়ে যায় লাল পার্টির 'বাঘা কমরেড'। ফালাকাটা অঞ্চলের কৃষক সংগঠনের দায়িত্ব পড়ে তার উপর। নানা জায়গায় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলে বাঘা কমরেড। মানুষকে সংগঠন করার কৌশল তার মতো আর কেউ পারে না। নতুন জায়গায় সংগঠন করার জন্য তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মাথাভাঙ্গায়। আর ফালাকাটায় লাল পার্টির নতুন নেতা হয়ে ওঠে একচোখ কানা বাচ্চু। পূর্বে তার একচোখ কানা করে দেয় জোতদারের ছেলে শিবশঙ্কর। বাচ্চুও বাঘা মৈষালদের সঙ্গে শিবশঙ্করদের বাথানের মৈষাল ছিল। একইসাথে সে ছিল একজন ভূমিহীন রাজবংশী। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, আদিবাসী ও পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠিত করে কমরেড বাচ্চু তৈরী করে সর্বহারা বাহিনী। তারা ঠিক করে এবার থেকে জোতদারের জমি ফসলের ভাগ হবে ২৫/৭৫। অর্থাৎ ২৫ শতাংশ ফসল জোতদার পাবে। আর বাকি ৭৫ শতাংশ ফসল আধিয়াররা পাবে। কমরেড বাচ্চু সর্বহারা বাহিনী নিয়ে উপিন জোতদারের সমস্ত বেনামী জমিতে পার্টির ঝান্ডা রোপন করে জমিদারের জমিগুলো পার্টির কৃষক সংঘটনের দখলে রাখা শুরু করে। পার্টি থেকে সেই জমিগুলো ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ধীরে ধীরে চারোদিকে ছড়িয়ে পড়ে বর্গা আন্দোলন। বাচ্চু কমরেড উপিন জোতদারের উত্তরদিকের ভেস্ট জমিগুলিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত রিফুজিদের বসতি স্থাপন করায়। তারা প্রায় উপিন বাবুর সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি দখল করে নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। এভাবে উত্তরবঙ্গে বর্গা আন্দোলন এক ব্যাপক আকার নেয়। জোতদার উপিন খবর পায় উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় শুরু হয়ে গেছে জোতদারের জমি দখল করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমির বন্টনের কর্মকাণ্ড। লেখক এর বর্ণনা অনুসারে, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 244 - 252
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "জোদ্দার আর জমিদারগিলার উপুরা শুরু হইচে আক্রমণ। গ্রাম গঞ্জের ভূমিহীন মানষিলা এদ্দিন পরে মাথা তুলিবার সাহসটা পায়া গেইচে। নাল পার্টির নেতারঘর সংঘটিত করির চেষ্টা নাগাইচে সাধারণ মানুষিলাক। উপিনবাবুর জোদ্দারিত এলাও তেমন ভাবে মাথা তুলির কাহো সাহস নাই পায়। কিন্তুক ভিতিরা ভিতিরা শুরু হয়া গেইচে বামপন্থী ঘরের প্রস্তুতি। উমার লক্ষ্য হইল সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেয়া সাধারণ কৃষকের ঘরোক জমির অধিকার দেওয়া।"[৯]

ফুলবাড়ীর জোতদার খগেনবাবু জোতদারির বিরুদ্ধে আরেক কৃষক নেতা একহাত কাটা দেবী নিয়োগীর লড়াই শুরু হয়েছে। তাদের এই লড়াই জমির অধিকার নিয়ে, তাদের লক্ষ, মানুষের মতো মর্যাদা নিয়ে অর্থনৈতিক একটা শক্ত খুটির উপর খাড়া হয়ে সুখে জীবন যাপন করা।

'হাত্তি বান্ধা বাড়ি' উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই, নীলকান্তর বেনামি জমি উদ্ধার করার জন্য সিপিএম এবং সিপিআই দুই পার্টি এক হয়ে যায়। তারা এক হয়ে হাজার হাজার মানুষের মিছিল নিয়ে লাল ঝাণ্ডা গেড়ে দেয় নীলকান্তর সমস্ত জমিতে। কিন্তু নীলকান্ত জানিয়ে দেয় সে তাঁর সম্পত্তির দখল ছাড়বে না। কংগ্রেসের সরকার না থাকলেও নীলকান্ত তার গুন্ডাবাহিনী-বোমা-বন্দুক নিয়ে জমিতে রাখা লালঝান্ডা গুলো তুলে দেয়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের মিছিল গুন্ডাবাহিনী সামলাতে পারেনি। তারা হাল নিয়ে এসে নীলকান্তের সমস্ত জমি চষে বিতিরি ধান ছিটিয়ে দেয়। উপন্যাসে লাল পার্টির বড় নেতা হাতঠুটাবাবু জানায়, -

> "সর্বহারা মানষিলাক বোলে একটে হবার নাগিবে। কৃষকের অধিকারোক বোলে প্রতিষ্ঠিত করা খাবে, ভূমিহীনের ঘরোক বোলে দেওয়া খাবে ভূমি। শোষণ বন্ধ হইলে বোলে আসিবে সোনার যুগ।"[১০]

কমরেড অনন্ত ও শেফালী জয়চন দেওয়ানীর সমস্ত সম্পত্তি ভূমিহীন মানুষগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেয়। সেই জমি শুধু ভূমিহীন দেশী রাজবংশী মানুষেরাই পায়নি, বাংলাদেশ থেকে আগত রিফিউজিরাও পেয়েছে। যারফলে উত্তরবঙ্গের ভূমিহীন মানুষরা আন্দোলন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে জমি পেয়ে সমাজের মধ্যে মাথা উঁচু করে থাকার অধিকার ফিরে পেয়েছে। কিন্তু সমস্ত জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন মানুষদের কাছে বিতরণ করা যায়নি। তবে ভিতরে ভিতরে বামদলগুলোর বিশেষকরে সিপিএমের গনভিত্তি তৈরী হয়ে পড়ে। একইসাথে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গে বিকট রূপ নেয় নকশাল আন্দোলনের মাধ্যমে। একদিকে যেমন শুরু হয় কংগ্রেস ও সিপিএমের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে শুরু হয় বামদলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জিতে গেলে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে নকশালের নাম করে কংগ্রেস সরকার লাল পার্টির নেতাদের হত্যার চক্রান্ত শুরু হয়। তাঁরও সুস্পষ্ট বর্ণনা আমরা 'হাত্তি বান্ধা বাড়ি' উপন্যাসে পাই। তবে কৃষক সভার নেতৃত্বে শুধু সর্বহারা লোকেরাই জমি পায়নি। লাল পার্টির নেতারাও অনেক জমির মালিক হয়ে উঠে।

সমাজ সচেতন লেখক জগদীশ আসোয়ার নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে উপন্যাসদুটিতে দেখিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও বর্গা আন্দোলনের মাধ্যমে ভূমিহস্তান্তরের পর জোতদার পরিবারের বংশধররা ক্ষমতা ও মর্যাদা হারিয়ে সামাজিক ও আর্থিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছে। 'মোর নাম মুজনাই' উপন্যাসের শেষে দেখি যে জোতদার উপিন একসময় গরীব প্রজা নরেনের জমি জোর করে দখল করে 'বাঘা মইষাল' বানিয়েছিল। বর্তমানে পুত্রদের হারিয়ে অসহায় হয়ে সেই জোতদার বাঘা মইষালকে নিজের ৭৫ বিঘার জমির ভাগ থেকে ২৫ বিঘা জমি লিখে দিয়ে যায়। বাঘা মইষাল যেন তাঁর একমাত্র বিধবা মেয়ে দুর্গাকে দেখে রাখে। অন্যদিকে 'হাত্তি বান্ধা বাড়ি' উপন্যাসে দেখি জয়চন দেওনিয়া আত্মহত্যা করেছে। নীলকান্ত শেষ জীবন পাগল হয়ে হাত্তিবান্ধা বাড়ির সেই ঘরে কাটিয়েছে যে ঘরে প্রেমিকা অপর্না ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে। অনন্ত ও শেফালিও মারা যায়। হাত্তিবান্ধা বাড়ির শেষ প্রতিনিধি অনন্ত ও শেফালির একমাত্র ছেলে উদ্‌বৃত্ত জমির মালিক হয়েও সে পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে, আমেরিকায় চলে যায়। অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী তথা লোকসভার সদস্য উপেন্দ্রনাথ বর্মন সেই দূরবস্থার কথা লিখেছেন, -

> "খাস জমির সীমা বেঁধে দেওয়া হল, কিন্তু এই জমির ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির কোন কার্যকর ব্যবস্থা অন্ততঃ উত্তরবঙ্গে আজও করা হইল না। ফলে এককালের ভূমি নির্ভর শ্রেণির বেশিরভাগ অদৃষ্টের পরিহাসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছে।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 244 - 252
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অপরদিকে জমি পেয়ে ভূমিহীন সাধারণ মানুষরা আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে পরিচিতি লাভ করে। বিশেষকরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষেরা ধীরে ধীরে আর্থিক, সামাজিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে রাজবংশী সমাজের মানুষ, জোতদারের বংশধরেরা উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনে আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

লেখকের দৃষ্টিতে দেশভাগ পরবর্তী ভূমিসংস্কার ও ভূমি হস্তান্তরের ব্যাপক কর্মকান্ডের পর শুধু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাই নয় উত্তরবঙ্গের গ্রাম্যসংস্কৃতিরও বেশ পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে রাজার আমলে উত্তরবঙ্গে রাজবংশী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক ছিল। উত্তরবঙ্গের মুসলমানরাও পূর্বে রাজবংশীদের মতোন ধুতি পরেছে, নামের আগে 'শ্রী' বসিয়েছে, সবার নামের শুরুতে 'সেখ' ছিল। হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে সত্যপীরের আরাধনা করেছে -

> "হিন্দুর দেবতা আমি, মুসলমানের পীর।
> দুই কুলে সিন্নি খাই করিয়া যাহির।।"[১২]

এমনকি দেশ ভাগাভাগির সময়ও উত্তরবঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয় নাই। তবে দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গের হিন্দু(রাজবংশী ভাষায় 'ভাটিয়া')-রা উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন ও সহাবস্থান করলে উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠেছে এক নতুন মিশ্রসংস্কৃতি। তবে রাজবংশীর নিজস্ব গ্রাম্য সংস্কৃতিতে সংকট দেখা দেয়। যা একেবারে নতুন। লেখক 'মোর নাম মুজনাই' উপন্যাসে লেখক বলেছেন, -

> "বড় ক্ষতি হয়া গেইচে গ্রাম্য সংস্কৃতির। পালাগানের দলগিলা ভাঙ্গি গেইল। উঠি যাবার ধইল্লেক বৈরাগী-বৈষ্টমগিলার আখড়া। আসিল গণনাট্যের গান। হুল্লার নগদ কৃষ্টি সংস্কৃতির কোন মিল নাই। ভাষাটাও হেটেকার না হয়। এইল্লা কি থাকিবে বেশিদিন?"[১৩]

গ্রাম্যসংস্কৃতির এই পরিবর্তন সমাজ সচেতন লেখককে গভীরভাবে ভাবিয়েছে। দুটি সংস্কৃতির পাশাপাশি সহাবস্থানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এক নতুন মিশ্রসংস্কৃতি। ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের পুরোনো গ্রাম্য সংস্কৃতি। সময়ের এই সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে লেখক ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্ধিহান হয়ে উঠেছেন। 'হাত্তি বান্ধা বাড়ি' উপন্যাসে এই আশঙ্কার কথা লেখক তুলে ধরেছেন। 'হাত্তি বান্ধা বাড়ি' উপন্যাসে লেখক বলেছেন, -

> "পুরাণ বৈরাগীর হাটটা পড়ি গেইল পাকিস্তান বর্ডারোত। শ্যাষ পর্যন্ত ভাঙ্গিই গেইল হাটটা। সেই সমায় আসি গেইল ভাটি দ্যাশ থাকি রুপবানের গান। হামার হেটেকার মানষিলাও মাতি গেইল রূপবানের গানোত। দেখিতে দেখিতে মেলা হয়া গেইল রূপবানের দল। এই নয়া বানোত ভাসি গেইল বাও হামার যুগীর গান, বৈরাগী বৈষ্টমের গান।"[১৪]

পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ ভাটিদেশ থেকে আসে রূপবানের গান। উত্তরবঙ্গের মানুষও ধীরে ধীরে মেতে গেল রূপবানের গানে। গঠিত হয় অনেক রূপবানের দল। এর ফলে উত্তরবঙ্গের যুগীর গান, বৈরাগী বোষ্টমের গান বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। কিন্তু সবই শুধু হারিয়েই যাচ্ছে না, নতুন নতুন গড়ে উঠেছে। সমাজের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো লেখকের নজরে এসেছে। রাজবংশী ও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনজাতি মানুষদের ভাষা, খাদ্য, সঙ্গীত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলে মিশে যাচ্ছে। গড়ে উঠছে বিবাহের সম্পর্ক। লেখক দেখতে পেয়েছেন এক আশার আলো।

সুতরাং উদ্‌বাস্তু সমস্যা, ভূমিসংস্কার ও ভূমি আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক ও গ্রাম্যসংস্কৃতির যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তা আমরা কথাসাহিত্যিক জগদীশ আসোয়ারের 'হাত্তি বান্ধা বাড়ি' ও 'মোর নাম মুজনাই' উপন্যাস দুটিতে সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাই।

Reference:

১. সূত্রধর, ড. কার্তিকচন্দ্র, 'কামরূপ-কামতা কোচবিহারের ইতিহাস'. সংবেদন, মালদা, ২০১৮. পৃ. ১৭৩
২. তদেব, পৃ. ১৭৪
৩. Barma, Shukhbilas, 'Social and Political tension in North Bengal since, 1947', Sailen Debnath (ed), N.L. Publishers, Siliguri, 2016, p. 92

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 27
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 244 - 252
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪. আসোয়ার, জগদীশ, মোর নাম মুজনাই, পুলি প্রকাশনী, বইমেলা ২০২২, শিলিগুড়ি, পৃ. ২০
৫. তদেব, পৃ. ২০
৬. তদেব, পৃ. ৩৬
৭. আসোয়ার, জগদীশ, হাত্তি বান্ধা বাড়ি, পুলি প্রকাশনী, বইমেলা ২০২২, শিলিগুড়ি, পৃ. ৩৮
৮. আসোয়ার, জগদীশ, মোর নাম মুজনাই, পুলি প্রকাশনী, বইমেলা ২০২২, শিলিগুড়ি, পৃ. ৩১
৯. আসোয়ার, জগদীশ, মোর নাম মুজনাই, পুলি প্রকাশনী, বইমেলা ২০২২, শিলিগুড়ি, পৃ. ৩৩
১০. আসোয়ার, জগদীশ, হাত্তি বান্ধা বাড়ি, পুলি প্রকাশনী, বইমেলা ২০২২, শিলিগুড়ি, পৃ. ৫৩
১১. বর্মন, শ্রী উপেন্দ্রনাথ, 'উত্তর-বাংলার সেকাল ও আমার জীবন-স্মৃতি', সম্পাদনা ও সংযোজনা আনন্দগোপাল ঘোষ, সংবেদন, মালদা, ২০১৫, পৃ. ৬২
১২. আসোয়ার, জগদীশ, হাত্তি বান্ধা বাড়ি, পুলি প্রকাশনী, বইমেলা ২০২২, শিলিগুড়ি, পৃ. ৪১
১৩. আসোয়ার, জগদীশ, মোর নাম মুজনাই, পুলি প্রকাশনী, বইমেলা ২০২২, শিলিগুড়ি, পৃ. ৫৭
১৪. আসোয়ার, জগদীশ, হাত্তি বান্ধা বাড়ি, পুলি প্রকাশনী, বইমেলা ২০২২, শিলিগুড়ি, পৃ. ২৮